মৃত্যু ও কবরের

প্রস্তুতি

11-May-2017

১৪৩৮হিঃ শবে বরাতে অনুষ্ঠিত ইজতেমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠানে

"সুন্নাতে ভরা বয়ান"

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষনকারী বাণী হচ্ছে: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বৈঠক সমূহ (মজলিশ সমূহ) আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে বৈশিষ্টময় করো। কেননা, তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামে সগীর, হরফুয যাঈ, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৯৪২)

আপনে খাতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দামন মে লো,
কোন করে ইয়ে ভালা তুম পে করোড়োঁ দরূদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ শবে বরাত, মুক্তি অর্জনের রাত, কল্যাণময় খুবই মর্যাদাপূর্ণ রাত, রহমত ভরা রাত। কেননা, এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বান্দাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন, দোয়া কবুল হওয়ার রাত। কেননা, হাদীসে পাক অনুযায়ী এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে তাদের চাহিদা অর্জনের দোয়া করার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়। ক্ষমার রাত, রিযিক বন্টনের রাত। কেননা, এই রাতে রিযিকে বরকতের দোয়াও কবুল করা হয় এবং মানুষের সারা বছরের রিযিকের ফয়সালাও করা হয়। হাজীদের নাম লিখার রাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের রাত। কেননা, এই রাতে বনি কালবের ছাগল পালের লোমের সমপরিমান গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিখার রাত, আজ সেই রাত, যে রাতে আগামী শবে বরাত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের নাম মালাকুল মউত হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে সমর্পণ করা হয়, আহ! আমরা জানি না যে, আমাদের সম্পর্কে কি লিখা হবে?

www.dawateislami.net

জীবন হচ্ছে মৃত্যুর আমানত, যা ধীরে ধীরে এবং কখনো তো হঠাৎ মৃত্যুর মুখে চলে যায়, প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যু দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। মৃত্যুর তারিখ নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু আমরা তা জানি না যে, কখন আমাদের সামনে মৃত্যু এসে যাবে। কিন্তু যখন মাথা এবং দাঁড়ির কেশে চাঁদনী চমকাবে (অর্থাৎ সাদা কেশ দৃষ্টি গোচর হবে) এবং বয়সও বেশি হয়ে যাবে তখন অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, এবার পরীক্ষা একেবারে মাথার উপর। কেননা, যৌবনের জোয়ারের পর বার্ধক্যের ভাটা যেন মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। আজ নিজের আমলের পরিসংখ্যান নেয়ার রাত, নিজের প্রতি উঁকি দিয়ে, পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ সহকারে নিজের আমলের প্রতি বিবেচনা করতে হবে যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে পাওয়া অমূল্য নেয়ামত **"জীবন"** এর মূল্যবান সময়কে কি আমি **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও বাধ্যতায় অতিবাহিত করছি, নাকি গুনাহের পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। নিজেকে অবলোকন করতে হবে যে, রমযানুল মোবারক ছাড়াও কি কুরআনে করীমের তিলাওয়াত ও যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জিত হয় কি না? নিজেকে অবলোকন করতে হবে যে, আমার নেক আমলে বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না?

উৎসর্গীত হয়ে যান! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মাদানী মন-মানসিকতার প্রতি, তারা সর্বদা নেক কাজ করার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন এবং নিজের আমলের নিরীক্ষণ করতে থাকতেন, যেন প্রতিটি রাতকে শবে কদর মনে করতেন অর্থাৎ রাতভর ইবাদতে অতিবাহিত করে সেই রাতের মূল্যায়ন করতেন, এমনিভাবে প্রতিটি রাতকে শবে বরাত মনে করতেন।

আসুন! মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রেখে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী নেককার বান্দাদের মধ্য হতে এক মহান ব্যক্তিত্ব, ন্যায়পরায়ন খলিফা, আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করা এবং কবরের প্রস্তুতির ধরণ শ্রবণ করি, আহ! যদি তাঁর সদকায় আমাদেরও মৃত্যু এবং কবরের প্রস্তুতির মাদানী মন-মানসিকতা নসীব হয়ে যেতো।

www.dawateislami.net

কবরের প্রকম্পিত চিৎকার

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি জানাযার সাথে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি কবরের পাশে বসে ভাবনায় ডুবে গেলেন। কেউ আরয করলো: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এখানে একা কেন তাশরীফ নিয়ে আছেন? বললেন: এখনি একটি কবর আমাকে চিৎকার করে আহ্বান করলো এবং বললো: হে ওমর বিন আব্দুল আযিয! আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো না যে, আমি নিজের ভেতর আসা ব্যক্তিদের সাথে কিরূপ আচরণ করি? আমি সেই কবরকে বললাম: আমাকে অবশ্যই বলো। সে বলতে লাগলো: যখন কেউ আমার ভেতর আসে, তখন আমি তার কাফন ছিড়ে শরীরকে টুকরো টুকরো করে দিই এবং তার মাংস খেয়ে নিই, আপনি কি আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি তার গ্রন্থি সমূহের সাথে কি করি? আমি বললাম: এটাও বলো। তখন বলতে লাগলো: হাতের তালুকে কব্জি থেকে, হাঁটুকে পায়ের গোছা থেকে এবং পায়ের গোছাকে পা থেকে আলাদা করে দিই। এতটুকু বলার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো। যখন কিছুটা শান্ত হলেন তখন কিছুটা এভাবে শিক্ষণীয় মাদানী ফুল বিতরন করতে লাগলেন: হে ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়ায় আমরা খুবই অল্প সময় থাকবো, যে এই দুনিয়ায় পরাক্রমশালী সে (আখিরাতে) একেবারে অপদস্ত ও নিকৃষ্ট হবে। যে এই জগতে সম্পদশালী, সে (আখিরাতে) নিঃস্ব হবে। এর যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং যারা জীবিত তারা মারা যাবে। দুনিয়া তোমাদের দিকে আসাটা যেন তোমাদের ধোঁকায় পতিত না করে। কেননা, তোমরা জান যে, এটি খুবই তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যায়। কোথায় গেলো কুরআনের তিলাওয়াতকারীগণ? কোথায় গেলো বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব সম্পন্নকারীগণ? কোথায় গেলো রমযান মাসে রোযা পালনকারীগণ? মাটি তাদের শরীরের কি অবস্থা করে দিয়েছে? কবরের কীট পতঙ্গরা তাদের মাংসের কি পরিণতি করে দিয়েছে? তাদের হাঁড় ও গ্রন্থি সমূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে?

আল্লাহ্‌র শপথ! যেই (বেআমল) দুনিয়ায় আরামপ্রদ নরম নরম বিছানায় ঘুমাতো কিন্তু এখন পরিবার ও দেশ ছেড়ে প্রশান্তির পর সংকীর্ণতায় রয়েছে, তাদের

www.dawateislami.net

সন্তান অলি-গলিতে ঘুরছে। কেননা, তাদের স্ত্রীরা দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘর সাজিয়ে নিয়েছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের জমি জমা দখল করে নিয়েছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরস্পর বন্টন করে নিয়েছে। **আল্লাহ্**র শপথ! এদের মধ্যে অনেকে সৌভাগ্যবানও রয়েছে, যারা কবরে মজা লুটছে আর অনেক এমনও রয়েছে যারা কবরের আযাবে লিপ্ত।

আফসোস! শত কোটি আফসোস! হে নির্বোধ! যারা আজ মৃত্যুর সময় কখনো নিজের পিতার, কখনো নিজের সন্তানের বা কখনো নিজের আপন ভাইয়ের চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে কাউকে গোসল দিচ্ছে, কাউকে কাফন পড়াচ্ছে, কারো জানাযাকে কাঁধে উঠানো হচ্ছে বা কাউকে কবরের সংকীর্ণ ও অন্ধকার গর্তে দাফন করা হচ্ছে। (মনে রেখো! কাল এসব কিছু তোমার সাথেও হবে) আহ! আমি যদি জানতাম যে, কোন কবরটি প্রথমে পঁচবে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন আর এর এক সপ্তাহ পর দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। **(আর রউযুল ফায়িক, ১০৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এ্যায় মেরে ভাইয়োঁ সব সুনো ধর কে কাঁ
মউত কা দেখো এলান করতা হো
কেহতা হে, জামে হাসতি কো জিস নে পিয়া
তুম এ্যয় বুড়ো সুনো! নও জোয়ানো সুনো
মউত কো হার ঘড়ি সর পে জানো সুনো
ভাইয়োঁ! সব গুনাহোঁ সে মুহ মোড় দো
এক দিন মউত আ'কর রহেগী জরুর
ছোড়ো আ'দত গুনাহোঁ কি জাও সুধর
গর আযাবোঁ কো দেখোগে জাওগে ডর

এ্যশ ও ইশরত কি উড় জায়েঁগী দিজ্জিয়াঁ
সুয়ে গোরে গারেবাঁ জানাযা চলা
ওহ ভি মেরী তারহা কবর মে জায়েগা
এ্যয় যয়িফো সুনো! পেহলুয়ানো সুনো!
জলদি তাওবা করো মেরী মানো সুনো!
না'তা তুম নেকীয়োঁ হি সে ব্যস জোড় দো
ইস কো তুম মুজরিমো! কুছ সামাজনা না দূর
ওয়ারনা ফাঁস জাওগে কবর মে সর বসর
তুম বাতাও কাহাঁ জাওগে ভাগ কর

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই মহত্বপূর্ণ কাহিনী বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক বড় একটি শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু আফসোস! আমাদের অধিকাংশই আজ দুনিয়ার মাতাল এবং

www.dawateislami.net

আখিরাতের ভাবনা থেকে উদাসীন, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা নশ্বর দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত এবং মৃত্যুর প্রতি নির্ভয় হয়ে সুবিধা এবং বিলাসীতার অন্বেষনে এমনভাবে মত্ত হয়ে গেছি যে, কবরের অন্ধকার, ভীতিপ্রদ এবং একাকিত্বকে ভূলে গেছি। আহ! আজ আমাদের সকল শক্তি ও সামর্থ শুধুমাত্র দুনিয়াবী জীবনকে উত্তম বানানোর জন্যই খরচ হচ্ছে, আখিরাতকে উত্তম বানানোর ভাবনা খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। একটু ভাবুন তো! এই দুনিয়া থেকে কত বড় বড় ধনী লোক চলে গেছে, যে ধন ও রাজ্য, পদ ও সম্মান, পরিবার ও পরিজনের অস্থায়ী ভালবাসা, বন্ধু-বান্ধবের কিছুক্ষণের সঙ্গ এবং চাকরের চাটুকারীতার খেদমতের ধোঁকায় পরে কবরের একাকিত্বকে ভূলে বসে ছিলো। কিন্তু আহ! হঠাৎ ধ্বংসের মেঘ জমা হলো, মৃত্যুর তুফান বইলো এবং দুনিয়ায় বহুদিন থাকার তার আকাংখা মাটিতে মিশে গেলো, তার আনন্দময় হাসি খুশি ঘরকে মৃত্যু এসে বিরান বানিয়ে দিলো। আলোয় আলোকিত মহল্লা থেকে উঠিয়ে তাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার কবরে স্থান্তরিত করে দিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আজল নে না কিসরা হি ছোড়া না দারা
হার এক লেকে কিয়া কিয়া না হসরত সিধারা
ইচি সে সিকান্দর সা ফাতেহ ভি হারা
পড়া রেহ গিয়া সব ইয়ুঁহি ঠাঠ সারা
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে
ওহ হে এ্যশ ও ইশরত কা কোয়ী মাহোল ভি
জাহাঁ তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভি
ব্যস আব আপনে ইস জাহল সে তু নিকাল ভি
ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে
জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে
মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু নে
কাভী গউর সে ভি ইয়ে দেখা হে তু নে
জু আ'বাদ থে ওহ মহল আব হে সুনে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক, কেউ জানে না যে, আমার সাথে কিরূপ হবে? সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে জীবনকে গণিমত মনে করে দুনিয়ায় থেকেই কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে নিমজ্জিত থাকে। কেননা, দুনিয়াই আখিরাতের প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট।

www.dawateislami.net

দুনিয়া নশ্বর এবং আখিরাত অবিনশ্বর

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের সর্বশেষ খোতবায় যা বলেছেন, তাতে এটাও ছিলো: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদেরকে দুনিয়া এই জন্যই দান করেছেন, যেন তোমরা এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারো। এই জন্য দান করা হয়নি যে, তোমরা এরই হয়ে থাকবে, নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর এবং আখিরাত অবিনশ্বর। যেন তোমাদেরকে নশ্বর (দুনিয়া) ধোঁকা দিয়ে অবিনশ্বর (আখিরাত) থেকে উদাসীন করে না দেয়, ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়াকে স্থায়ী আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র দিকে ফিরে যেতে হবে। **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করো। কেননা, **তাঁর** ভয় **তাঁর** আযাবের জন্য ঢাল স্বরূপ এবং **তাঁর** নিকট পৌঁছার উপায়।

(মু'সাসাতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবু যাম্মুদ দুনিয়া, ৫/৮৩, হাদীস নং-১৪৬)

গাফিলো! কবর মে জিস গড়ি জাও গে
সর পাছাড়ো গে পর কুছ না কর পাও গে
কবর মে শকল তেরি বিগড় জায়ে গি
বাল ঝর জায়েঙ্গে খাল উধর জায়ে গি
সাঁপ বিচ্ছু জু দেখোগে চিল্লাও গে
বে হদ আপনে গুনাহোঁ পে পচতাও গে
পিপ মে লাশ তেরি লেতড়া জায়ে গি
কিড়ে পড় জায়েঙ্গে না'শ সড় জায়ে গি

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! দুনিয়ার অবস্থা একটি রাস্তার ন্যায়, যা অতিক্রম করার পরই আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো। এখন এই গন্তব্য জান্নাত হবে না জাহান্নাম! এর নির্ভরতা এই বিষয়ের উপর যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করছি, **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুগত্য করে নাকি অবাধ্যতা করে? আফসোস হয় তার প্রতি, যে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও এর ধোঁকায় লিপ্ত তাকে এবং মৃত্যু থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আসলেই যে দুনিয়াবী জীবনের ধোঁকায় পড়ে নিজের মৃত্যু এবং কবর ও হাশরকে ভুলে যায় আর **আল্লাহ্ তাআলা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করে না, তারা খুবই নিন্দার উপযুক্ত। এই ধোঁকা থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে আমাদের প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ২২ সূরা ফাতিরের ৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝۵

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মানবকুল! নিশ্চয় **আল্লাহ্**র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং কখনো যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন; এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র নির্দেশের উপর প্রতারণা না করে ঐ বড় প্রতারক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যে ব্যক্তি মৃত্যু এবং এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে, সে দুনিয়ার রং-তামাশা এবং এর বিলাসীতার ধোঁকায় কখনো পরতে পারে না। সুতরাং আমাদেরও দুনিয়ার নশ্বর স্বাদে মত্ত হওয়ার পরিবর্তে সর্বদা নিজের ঈমানের নিরাপত্তা এবং কবর ও আখিরাতের উন্নতির চিন্তা করা উচিৎ, নিঃসন্দেহে একজন মুসলমানের সবচেয়ে মূল্যবান পূঁজি হলো তার ঈমান, যদি ঈমান নিরাপদ থাকে, তবে মুক্তির আশা করা যেতে পারে। আর যদি مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) গুনাহের আধিক্যে ও ভয়াবহতার কারণে ঈমানই নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুক্তির কোন উপায়ই নেই। সেই ব্যক্তি খুবই দূর্ভাগা, যার পরিণতি কুফরের উপর হলো, এমন দূর্ভাগা চিরস্থায়ীভাবে কবর ও আখিরাতের আযাবের হকদার ঘোষিত হয়ে যাবে এবং তার উপর অভিশাপ ও আযাব হতে থাকবে। যেমনিভাবে- ২য় পারার সূরা বাকারার **১৬১** ও **১৬২** নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ۝۱۶۱ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝۱۶۲

(পারা ২, বাকারা, ১৬১ ও ১৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে **আল্লাহ্**, ফিরিশতা এবং মানবকুল সবারই। তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে, না তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! গুনাহের কারণেও ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যেমনিভাবে- শরহুস সুদুরে রয়েছে: কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেন: মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ রয়েছে। (১) নামাযে অলসতা (২) মদ্যপান (৩) পিতা-মাতার অবাধ্যতা (৪) মুসলমানদের কষ্ট দেয়া। (শরহুস সুদুর, ২৭ পৃষ্ঠা)

مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) যে নামায পড়ে না বা কাযা করে পড়ে, ফযরে উঠে না বা কোন শরয়ী অপারগতা ব্যতীত মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়ার পরিবর্তে ঘরেই নামায পড়ে নেয়, তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। যেন নামাযে অলসতা মন্দ মৃত্যুর কারণ না হয়ে যায়। এমনিভাবে মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং মুসলমানকে নিজের মুখ বা হাত ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট প্রদানকারীরা সত্যিকারভাবে তাওবা করে নিন।

তাওবার তিনটি শর্ত রয়েছে

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওবার মূল হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র দিকে প্রত্যাবর্তন করা, এর তিনটি শর্ত রয়েছে, **প্রথমত:** গুনাহ স্বীকার করা, **দ্বিতীয়ত:** লজ্জিত হওয়া, **তৃতীয়ত:** এই গুনাহ ত্যাগ করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। যদি গুনাহ ক্ষতি পূরণীয় হয়, তবে ক্ষতিপূরণ করাও আবশ্যক, যেমন বেনামাযীর তাওবার জন্য পূর্ববর্তী নামাযের কাযা আদায় করাও আবশ্যক। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১, আল বাকারা, ৩৭ নং আয়াতের পাদটিকা) এবং যদি হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) নষ্ট করা হলে তবে তাওবার পাশাপাশি এর ক্ষতিপূরণও আবশ্যক, যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী বা বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তবে তাদের নিকট এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন যে, যেন তারা ক্ষমা করে দেন। এই ব্যাপারে শুধুমাত্র হেসে **Sorry** বলে দেয়া উপযুক্ত নয়।

গুনাহোঁ কি নুহুসত বড় রহি হে দম বদম মওলা
কমর তুড়ী হে ইসইয়াঁ নে, দাবায়া নফস ও শয়তান নে
গুনাহোঁ নে মুঝে হায়! কাহি কা ভি নেহি ছোড়া
আন্ধেরী কবর কা এহসাস হে ফির ভি নেহি জাতেঁ
গুনাহ করতে হুয়ে গড় মর গেয়া তো কিয়া করোঙ্গা মে
মে তাওবা পর নেহি রেহ পা'রাহা সাবিত কদম মাওলা
না করনা হাশর মে রুসওয়া, মেরা রাখনা ভরম মাওলা
করম হো আয তুফাইলে সায়্যিদে আরব ও আযম মাওলা!
গুনাহোঁ কি খোদায়া আ'দতেঁ, ফরমা করম মাওলা
বনে গা হায় মেরা কিয়া করম ফরমা করম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তিনটি দোষের ভয়াবহতা

মিনহাজুল আবেদীনে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক ছাত্রের মৃত্যু মুহূর্তে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং তার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন শরীফ পড়তে লাগলেন। তখন সেই ছাত্র বললো: "সূরা ইয়াসিন পড়া বন্ধ করে দিন।" অতঃপর তিনি তাকে কলেমা শরীফের তালকীন দিলেন। সে বললো: আমি কখনোই কলেমা পড়বো না, আমি এর প্রতি অসন্তুষ্ট। ব্যস এই বাক্য বলেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো।

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিজের ছাত্রের মন্দ মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। চল্লিশ দিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ফিরিশতা সেই ছাত্রকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার মারেফাত ছিনিয়ে নিয়েছে? অথচ আমার ছাত্রদের মধ্যে তোমার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ছিলো! সে উত্তর দিলো: তিনটি দোষের কারণে: (১) চুগলি করার কারণে। কেননা, আমি আমার সহপাঠিদের একটি বলতাম আর আপনাকে আরেকটি, (২) হিংসা করার কারণে। কেননা, আমি আমার সহপাঠিদেরকে হিংসা করতাম, (৩) মদ্যপানের কারণে। কেননা, একটি রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য আমি ডাক্তারের পরামর্শে প্রতিবছর এক গ্লাস মদ পান করতাম। (মিনহাজুল আবেদীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন! এবং ভয়ে নিজের সত্যিকার **মাবুদকে** সন্তুষ্ট করার জন্য **তাঁর** দরবারে নত হয়ে যান। আহ! চুগলি, হিংসা এবং মদ্যপানের কারণে কামিল ওলীর ছাত্র কুফরী বাক্য বলে মৃত্যু বরণ করলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জেনে নিন।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যুর সময় مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বের হলে, তবে তাকে কুফরের হুকুম দেয়া যাবে না। কেননা, হতে পারে মৃত্যুর কঠিনতায় জ্ঞান লোপ পেয়েছে এবং বেহুশ অবস্থায় এই বাক্য বের হয়ে গেছে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮০৯)

www.dawateislami.net

বর্তমান যুগে যদি আমরা আমাদের সমাজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে এই বিষয়ে উপলব্ধি হয়ে যাবে যে, অধিকাংশ মানুষ গুনাহের বন্যায় ডুবে যাচ্ছে। আহ! গুনাহের ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার নামই নিচ্ছে না, অবাধ্যতার গুনাহ পিছু ছাড়ছে না। আফসোস! গুনাহের অভ্যাস এমনভাবে কঠোর করে দিয়েছে যে, গুনাহ করাতে অন্তর একেবারেই কাঁপে না। নিঃসন্দেহে আমাদের কোমল শরীর কবর ও আখিরাতের আযাব সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। যদি এমনি উদাসীনতা ও গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করতে থাকি আর এমনি মন্দ অবস্থায় মৃত্যুর বার্তা এসে পৌঁছে যায়, তবে অনেক অপমান ও অপদস্থতা এবং বেদনাদায়ক আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। তাড়াতাড়ি নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন এবং কেঁদে কেঁদে বিশ্ব প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন। **মু'মিনদের প্রতি দয়া ও করুনাকারী, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে আপন করে **তাঁর** দয়াময় ভূজবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান, নয়তো অপমান ও অর্ন্তবেদনা আপনার সাথী হতে পারে।

মত গুনাহোঁ পে হো ভাই বে বাক তু, ভুল মত ইয়ে হাকিকত কেহ হে খাক তু।
থাম লে দামনে শাহে লাওলাক তু, সাচ্ছি তাওবা সে হো জায়েগা পাক তু।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোথায় সেই সুন্দর চেহারা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খোতবার মাঝে বলতেন: কোথায় সেই সুন্দর চেহারার অধিকারী? কোথায় নিজের যৌবন নিয়ে গর্বকারী? কোথায় গেলো সেই বাদশাহরা, যারা আলিশান শহর বানিয়েছে এবং একে শক্তিশালী দূর্গ দ্বারা আরো দৃঢ় করেছে? নিশ্চয় যুগের পরিক্রমা তাদের অপদস্থ করে দিয়েছে এবং এখন তারা কবরের অন্ধকারে পড়ে আছে। জলদি করো! নেকীর কাজে অগ্রগামী হও! এবং মুক্তি প্রার্থনা করো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহুদ ওয়া কসরুল আ'মল, ৭/৩৬৪, হাদীস নং-১০৫৯৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদেরকে দুনিয়ার অমীমাংসিত, এর অবিশ্বস্ততা এবং কবরের অন্ধকারের অনুভূতি দিয়ে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করছেন, কবর ও হাশরের প্রস্তুতির মানসিকতা প্রদান করছেন। আসলেই বুদ্ধিমান সেই, যে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেকীর ভান্ডার গড়ে তুলে এবং সুন্নাতের মাদানী প্রদীপ কবরে সাথে নিয়ে যায়, আর এভাবেই কবরে আলোর ব্যবস্থা করে নেয়, নয়তো কবর কখনো এরূপ লক্ষ্য করবে না যে, আমার ভিতর কে এসেছে! ধনী হোক বা গরীব, মন্ত্রী হোক বা তার উপদেষ্টা, রাজা হোক বা প্রজা, অফিসার হোক বা তার অধিনস্থ, মালিক হোক বা চাকুরে, ডাক্তার হোক বা রোগী, ঠিকাদার হোক বা শ্রমিক, যদি যে কারো সাথেই আখিরাতের পাথেয় কম হয়, নামায ইচ্ছাকৃত কাযা করলো, রমযান শরীফের রোযা শরীয়াতের বিনা অপারগতায় না রেখে, ফরয হওয়ার পরও যাকাত না দিয়ে, হজ্ব ফরয ছিলো কিন্তু আদায় করলো না, পর্দা করানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন না করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরীর অভ্যাস ত্যাগ না করা, সিনেমা-নাটক দেখতে থাকা, গান-বাজনা শুনতে থাকা, দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করতে থাকা। মোটকথা ভালভাবে গুনাহের বন্যায় গা ভাসাতে থাকা, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টতার কারণে লজ্জিত হওয়া ও আফসোস ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে ঝুটবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে কবর ও আখিরাতের চিন্তায় গুনাহ থেকে বাঁচা, নেকীর কাজ করা, তাছাড়া ফরয ও ওয়াজিব আদায় করার পাশাপাশি সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক বড় নেয়ামত, এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা কবর ও হাশরের প্রস্তুতির জন্য একটি উত্তম উপায়। সুতরাং আমাদের উচিৎ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর এবং কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। মৃত্যু এবং কবর ও হাশরের অবস্থাদির ব্যাপারে আরো জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"শরহুস সুদুর"** অধ্যয়ন করা অতীব উপকারী।

www.dawateislami.net

“শরহুস সুদুর” কিতাবের পরিচিতি

এই কিতাবটি আসলে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস এবং শাফেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আরবী রচনা “শরহুস সুদুর বিশরহে হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর” এর উর্দু অনুবাদ। এই কিতাবে মৃত্যু, বরযখ, কবর ও হাশর এবং মৃতদের অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার বিদ্যমান, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও এর অধ্যয়ন করুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এই দুনিয়া মাত্র কয়েক দিনের, এর প্রশান্তি ও বিপদ সবকিছুই ধ্বংসশীল, এখানকার বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর বড় থেকে বন্ধু ও স্নেহময়ও আমাদের কাজে আসার নয়, মৃত্যুর পর যদি **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহ এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের সদকায় আমাদের ক্ষমা করে দেন তবেই আমাদের তরী পাড় হবে, নয়তো কবর ও হাশরের অবস্থা খুবই কঠিন। সুতরাং আমাদের কখনোই গুনাহের প্রতি আগ্রহ এবং নেক আমলের প্রতি উদাসীনতা করা উচিৎ নয়। কেননা, মৃত্যুর পর নেক আমলই আমাদের মুক্তির উপায় হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ﴿۱﴾
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَؕ﴿۲﴾
(পারা ৩০, তাকাসুর, ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো।

হযরত সদরুল আফযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **খাযায়িনুল ইরফানে** এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় বলেন: অর্থাৎ

মৃত্যুকাল পর্যন্ত লোভ-লালসা তোমাদের অন্তররের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, **সৈয়্যদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি বস্তু থাকে। তন্মধ্যে দু'টি ফিরে আসে, একটি তার সাথে থেকে যায়। একটি হলো সম্পদ, আরেকটি পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজন। অপর একটি হলো তার কৃতকর্ম। কৃতকর্ম তার সাথে থেকে যায়। বাকী দু'টি ফিরে আসে।" **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ৩০, আত তাকাসুর, ১,২ নং আয়াতের পাদটিকা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরের প্রশ্নাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মুক্তি এর মধ্যে রয়েছে যে, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। মনে রাখবেন! যে সৌভাগ্যবান নিজের জীবন **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলী বাস্তবায়নে অতিবাহিত করে, মুনকার নকীর যখন কবরে তাকে প্রশ্নোত্তর করবে مَنْ رَّبُّكَ؟ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে? তখন দৃঢ়তা নসীব হবে। সে বলবে: رَبِّیَ اللهُ আমার প্রতিপালক হলো **আল্লাহ্ তাআলা**। প্রশ্ন করা হবে: مَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি? সে বলবে: دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ আমার দ্বীন হলো ইসলাম। অতঃপর **উত্তম চরিত্রের আধার, মাহবুবে রাব্বে আকবর, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী অবয়ব দেখিয়ে **তাঁর** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُل؟ এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিলো? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী চেহারা দেখে অন্তর খুশিতে আন্দোলিত হয়ে যাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে দিবে: هُوَ رَسُوْلُ الله! ইনি তো **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল**, ইনিই তো **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যার কল্যাণময় আলোচনায় আমি আন্দোলিত হতাম এবং কেনই বা হবো না, তাঁর আলোচনা তো আমার অন্তরের প্রশান্তি এবং আমার নয়নের আলো ছিলো আর যখন **তাঁর** নাম মোবারক শুনতাম তখন ভক্তিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু খেতাম এবং দরূদ পাক পাঠ করতাম, ইনিই তো আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যার স্মরণই আমার জন্য জীবনের মূলধন চিলো।

www.dawateislami.net

তোমারী ইয়াদ কো কেয়সে না জীন্দেগী সমঝোঁ এহি তো এক সাহারা হে জীন্দেগী কেলিয়ে।
মেরে তো আ'প হি সব কুছ হে রহমতে আলম মে জি রাহা হোঁ যামানে মে আ'প হি কেলিয়ে।

অতঃপর যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নূরানী ঝলক দেখিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাবার উপক্রম হবেন তখন অতি সম্ভব যে, সেই সত্যিকার আশিক **তাঁর** কদমের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে যাবে যেন আরয করবে:

দিল ভি পিয়াসা নযর ভি হে পিয়াসী কিয়া হে এ্যয়সি ভি জানে কি জলদী।
ঠেহরো, ঠেহরো! যরা জানে আলম! হাম নে জি ভর কে দেখা নেহী হে।

নিঃসন্দেহে শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর জাহান্নামে জানালা খোলা হবে এবং সাথে সাথেই বন্ধ করে দেয়া হবে আর জান্নাতের জানালা খোলে যাবে অতঃপর তাকে বলা হবে: যদি তুমি সঠিক উত্তর না দিতে তবে তোমার জন্য সেই দোযখের জানালাই হতো। এখন (তোমার জন্য) জান্নাতী কাফন হবে, জান্নাতী বিছানা হবে, কবর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে এবং মজাই মজা হবে।

কবর মে গর না মুহাম্মদ কে নাযারে হোঙ্গে হাশর তক কেয়সে মে পির তানহা রাহোঙ্গা ইয়া রব!
কবর মাহবুব কে জলওয়োঁ সে বাসা দেয় মালিক ইয়ে করম কর দেয় তো মে শাদ রাহোঙ্গা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপহার ও অনুগ্রহ তো সেই সৌভাগ্যবানের জন্য, যারা মৃত্যু এবং কবরের প্রস্তুতির প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করেছেন। যারা নিজের যৌবনকে গুনাহের বন্যায় ভাসানোর পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ এবং **মুস্তফার** স্মরণে অতিবাহিত করেছেন, যারা নিজের জীবনের প্রতিটি দিনকে অমূল্য রত্ন মনে করে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন, যাদের কদম গুনাহের পরিবর্তে সর্বদা নেকীর কাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আহ! যদি জীবিতাবস্থায় আমাদের মৃত্যু ও অন্ধকার কবরের প্রস্তুতির অনূভূতি নসীব হয়ে যেতো, কিন্তু আহ! গুনাহের ভয়াবহতার কারণে নেকীর দাওয়াত আমাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে না, আমরা এটাও জানি যে, মালেকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর আমাদের নিকটও আগমন ঘটবেই, আমরা এটাও জানি যে, যেভাবে

www.dawateislami.net

আজ কারো মৃত্যুর ঘোষনা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই আমার ঘোষনাও হবে, যদিও আজ আমাকে জনাব বলা হচ্ছে, তবে কাল আমাকেও "মরহুম" বলে স্মরণ করা হবে এবং তাও সাধারণভাবে কয়েকদিন স্মরণ করা হবে। জি হ্যাঁ! একটি সময় এমনও আসবে যে, মৃতের পরিবার পরিজনরা কবরস্থানে নিজের আত্মীয়ের কবরও ভূলে যায়, তারা চিহ্ন খুঁজে বেড়ায়, কখনো বা কাউকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুকের এখানে কবর ছিলো, তা দেখা যাচ্ছে না, অথচ কবর সেই কবরস্থানেই রয়েছে। আহ! প্রতিটি দিন মসজিদ হতে মৃত্যুর ঘোষনা থেকে আমরা যেন শিক্ষার মাদানী ফুল অর্জনে সফল হয়ে যাই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আমরা মসজিদ থেকে মৃত্যুর ঘোষনা শুনতে পাই, ঠিক তেমনিভাবে মালেকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام ও ঘোষনা করেন: যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন দিন এমন নেয় যে, যেদিনে মালেকুল মউত (عَلَيْهِ السَّلَام) কবরস্থানে এই ঘোষনা করে না: 'হে কবরবাসী! আজ তোমাদের কোন লোকের প্রতি ঈর্ষা হয়?' তখন তারা উত্তরে বলে: 'আমাদের মসজিদ ওয়ালাদের প্রতি ঈর্ষা হয়, তারা মসজিদে নামায পড়ে এবং আমরা নামায পড়তে পারছিনা। তারা রোযা রাখে এবং আমরা রাখতে পারছি না। তারা সদকা করে আর আমরা করতে পারছি না। তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির করে আর আমরা করতে পারছি না।' অতঃপর কবরবাসীরা নিজের অতীত সময়ের প্রতি লজ্জিত হয়ে থাকে।" **(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৬২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন আমাদেরকে জীবিতদের মাঝে গননা করা হয়, এখনি গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাধ্য ও আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে পারেন। যদি আমাদের মন্দ আমলের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং গুনাহের কারণে مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে আমাদের কি হবে? মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিবো?

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! তিনটি প্রশ্ন সেই দূর্ভাগা ব্যক্তিকেও করা হবে, যে নিজের জীবন **আল্লাহ্ তাআলার** অবাধ্যতায় অতিবাহিত করেছে। ফিরিশতা খুবই কড়া ভঙ্গিতে তাকে প্রশ্ন করবে, مَنْ رَّبُّكَ؟ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে? আহ! পুরো জীবন **আল্লাহ্ তাআলাকে** তো স্মরণই করেনি! উত্তর দিতে পারবে না এবং যে দূর্ভাগা গুনাহের কারণে ঈমান নষ্ট করে বসেছে, তার মুখ দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বের হয়ে যাবে: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَاأَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: مَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি? যে দূর্ভাগা শুধুমাত্র দুনিয়াকেই সজ্জিত করেছিলো, দুনিয়ার পরীক্ষায় পাস করার জন্য চিন্তিত ছিলো, কবরের পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে কখনো ধ্যানও দেয়নি, ব্যস শুধুমাত্র দুনিয়ার রং-তামাশায় ডুবে ছিলো, কিছুই বলতে পারবে না এবং মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَاأَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর সেই সুন্দর ও সুশ্রী নূর বর্ষনকারী অবয়ব দেখানো হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিলো? সেই সময় চিনবে কিভাবে! দাঁড়ির সাথে তো ভালবাসা ছিলোই না, বিধর্মীদের আচরণই তো প্রিয় ছিলো, জীবনভর দাঁড়ি মুন্ডনোরই তো অভ্যাস ছিলো, ইনি তো দাঁড়ি শরীফ ওয়ালা ব্যক্তিত্ব এবং কখনো জীবনে পাগড়ীর কথা চিন্তাও তো ছিলো না, এই উপস্থিত বুযুর্গ তো মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজানো বক্র সুগন্ধযুক্ত সুন্দর বাবরী চুলের অধিকারী। আমার তো অভিনেতা অভিনেত্রীদের চিনতাম, জানি না এই ব্যক্তি কে? আহ! যার শেষ পরিনতি ঈমানের উপর হয়নি, তার মুখ থেকে বের হয়ে আসবে: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَاأَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানি না। তখনি জান্নাতের জানালা খুলে যাবে এবং সাথে সাথেই আবার বন্ধ হয়ে যাবে অতঃপর জাহান্নামের জানালা খুলবে এবং বলা হবে যদি তুমি সঠিক উত্তর দিতে তবে তোমার জন্য ঐ জান্নাতের জানালা খোলা হতো। একথা শুনে তার হতাশাই হতাশা হবে, কাফনকে আগুন দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে, আগুনের বিছানা দেয়া হবে, সাপ ও বিচ্ছু জড়িয়ে যাবে।

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ডঙ্ক মাচ্চর কা সাহা জাতা নেহী কেয়সে মে ফির কবর মে বিচ্ছু কে ডঙ্ক আহ সহোঙ্গা ইয়া রব!
ঘুপ আন্ধেরা কা ভি ওয়াহশত কা বসীরা হোগা কবর মে কেয়সে একেলা মে রহোঁঙ্গা ইয়া রব!
কবর মাহবুব কে জলওয়োঁ সে বাচা দেয় মালিক ইয়ে করম কর দেয় তু মে শাদ রহোঁঙ্গা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই কবর ও হাশরের ব্যাপার খুবই ভয়াবহ, এই পরীক্ষায় সেই সফল হবে, যে দুনিয়ায় এর প্রস্তুতি নিয়েছে। চিন্তা করুন! যখন আমাদের স্কুল বা কলেজের পরীক্ষার সময় যখন সন্নিকটে চলে আসে, তখন আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাত দিন সর্বদা আমাদের মাথায় একটি চিন্তাই বিরাজ করতে থাকে যে, পরীক্ষা অতি সন্নিকটে। পরীক্ষার জন্য আমরা পরিশ্রমও করি, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করতে থাকি। প্রায় সবারই একটি মাত্রই কামনা বাসনা থাকে যে, আমাকে যেকোন ভাবে ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হবে।

মনে রাখবেন! একটি পরীক্ষা এমনও রয়েছে, যা কবরে অনুষ্ঠিত হবে। আহ! কবরের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সৌভাগ্য যদি আমাদের নসীব হয়ে যেতো। আজকাল দুনিয়ার পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী **(IMPORTANTS)** যদি পেয়ে যায়, তাহলে শিক্ষার্থী তা শিখার জন্য রাতের পর রাত পরিশ্রম করতে থাকে। এমনকি নিদ্রা নিবারণকারী ট্যাবলেট খেতে হলে তাও খেয়ে নেয়। হে দুনিয়ার পরীক্ষার চিন্তাকারীরা! আশ্চার্যের বিষয় হলো যে, আমরা দুনিয়ার পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী নিয়ে এতই পরিশ্রম করছি। আহ! আমরা যদি অনুধাবন করতে পারতাম, কবরে যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে সে পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সম্ভাব্য নয় বরং তা হবে নিশ্চিত। যা আমাদের **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন (এবং) এর উত্তরও বলে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! কবরের প্রশ্নোত্তরের প্রতি আমাদের কোন মনোযোগ নেই। হায়! আমরা দুনিয়াতে এসে দুনিয়ার চাকচিক্যে আজ এতই বিভোর হয়ে গেছি, আমাদের এ কথার অনুভূতি পর্যন্তও রইলো না যে, আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

www.dawateislami.net

দিলা গাফিল না হো এয়কদাম ইয়ে দুনিয়া ছোড় জানা হে,
বাগিছে ছোড় কর খালি যমী আন্দর ছামানা হে।
তেরা নাজুক বদন ভায়ি জু লেটে সেজ ফুলো পর,
ইয়ে হোগা এক দিন বে জা ইসে কিরমো নে খানা হে।
তু আপনে মওত কো মত ভুল কর সামান চলনে কা,
জমী কি খাঁক পর চোনা হে ইট্টু কা চিরহানা হে।
না বেলি হো সকে ভায়ি না বেটা বাপ তে মায়ি,
তু কিউ পিরতা হে চাওদায়ী আমল নে কাম আ-না হে।
আযিযা ইয়াদ কর জিছ দিন ইজরাঈল আয়ে গে,
না জাভে কুয়ি তেরী সাঙ্গ একিলা তু নে জানা হে।
জাহা কে শাগল মে শাগিল খোদা কি ইয়াদ ছে গাফিল,
করে দাওয়া কে ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়িম ঠিকানা হে।
গোলাম ইক দম না কর গফলত হায়াতি পর না হো গুররা,
খোদা কি ইয়াদ কর হারদমকে জিছ নে কাম আ-না হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একথা সবাই জানে যে, দুনিয়ার পরীক্ষায় নকল করা অপরাধ, কিন্তু কবর ও আখিরাতের পরীক্ষারও কিরূপ চমৎকারিত্ব যে, এতে নকল করা আবশ্যক। আর **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে এমনি পূতঃপবিত্র আদর্শ দান করেছেন যে, যেই মুসলমান একে যত বেশি নকল করবে ততই সে সফলতার শীর্ষে উপনীত হয়ে যাবে। সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলা** সে পুতঃপবিত্র আদর্শের ঘোষণা ২১ পারার সূরা আহযাবের ২১তম আয়াতে এভাবে প্রদান করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(পারা ২১, আহযাব, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসরণই উত্তম।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযায়িনুল ইরফানের এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় বলেন: **তাঁর** ভালোভাবে অনুসরণ করো, **আল্লাহ্ তাআলার** দ্বীনের সাহায্য করো এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ত্যাগ করো না। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো আর **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ অনুসারে চলো, এটাই উত্তম।

www.dawateislami.net

এই আয়াতের পাদটিকায় তাফসীরে **"সীরাতুল জিনান"** ৭ম খন্ডের ৫৮৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: জানা গেলো, সত্যিকার অর্থে সফল জীবন হচ্ছে তাই, যা **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসারে হয়। যদি আমাদের জীবন-মরণ, ঘুমানো-জাগ্রত হওয়া **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসারে হয়, তবে আমাদের সব কাজই ইবাদত হিসেবে গন্য হবে।

দোয়া করি, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন

শাহা এ্যয়সা জযবা পাওঁ কেহ মে খুব সিখ জাওঁ তেরী সুন্নাতেঁ সিখানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরী সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরে রূহ জব নিকাল কর চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুবারক অশ্রুতে মাটি ভিজে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার কবরের বিষয়ে আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খোদাভীতি সম্পর্কে শ্রবণ করি। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা বারআ বিন আরিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের পাশে বসলেন এবং এতোই কাঁদলেন যে, মাটি ভিজে গিয়েছিলো। অতঃপর ইরশাদ করেন: হে আমার ভাইয়েরা! এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবুল হাযন ওয়াল বাকাআ, ৪/৪৬৬, হাদীস নং-৪১৯৫)**

কবর মে মুঝ কো তনহা লেটা কর চলদিয়ে হায় সারে বেরাদার
দিল আন্ধেরে মে ঘাবড়া রাহা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে
মাগফিরাত কা হোঁ তুঝ সে সুয়ালী ফে'রনা আপনে দর সে না খালি
মুঝ গুনাহগার কি ইলতিজা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى তাকওয়া ও পরহেযগারীর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কবর ও হাশরের ব্যাপারে সদা কম্পমান থাকতেন এবং কবরের আযাবের ভয়ে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেতো।

আখিরাতের প্রথম ধাপ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে; যখন কারো কবরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন এমনভাবে কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো। আরয করা হলো: জান্নাত ও দোযখের আলোচনা কালে কাঁদেন না কিন্তু কবরে এসে অনেক কাঁদেন, এর কারণ কি? বললেন: আমি **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি; "করব হলো আখিরাতের সর্বপ্রথম ধাপ, যদি কবরবাসী এর থেকে মুক্তি পায়, তবে পরবর্তী ধাপ এর থেকে সহজ এবং যদি এর থেকে মুক্তি না পায় তবে পরবর্তী ধাপ আরো বেশি কঠিন।" **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু যিকরিল কুবুর, ৪/৫০০, হাদীস নং-৪২৬৭)**

ওসমানী ভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কবর ও আখিরাতের চিন্তা কিরূপ ছিলো, অথচ তিনি দুনিয়াতেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি নিস্পাপ ফিরিশতারা লজ্জা করতো। এরপরও কবরের ভয়াবহতা এবং অন্ধাকার সম্পর্কে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। আর অপরদিকে আমাদের অবস্থা এরূপ যে, আমাদের নিজের ঠিকানা জানা নেই, তারপরও গুনাহের চোরাবালিতে নিজেকে ধ্বসিয়ে যাচ্ছি এবং কবরের বেদনাদায়ক আহ্বানের প্রতি উদাসীন হয়ে আছি। মনের রাখবেন! কবর আমাদের প্রত্যেককেই প্রতিদিন একবার আহ্বান করে এবং নিজের ভয়াবহতার সংবাদ দেয়। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

কবরের ডাক

হযরত সায়্যিদুনা কাআব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: কবর প্রতিদিন পাঁচবার এই আহ্বান করে: (১) হে মানব! তুমি আমার পিটে চলাফেরা করছো, অথচ আমার পেট হলো তোমাদের ঠিকানা। (২) হে মানব! তুমি আমার উপর ভালো ভালো খাবার খাচ্ছো, অতিশীঘ্রই আমার পেটে তোমাকে কীট পতঙ্গরা খাবে। (৩) হে মানব! তুমি আমার পিটে হাসছো, শীঘ্রই আমার ভিতর এসে কাঁদবে। (৪) হে মানব! তুমি আমার পিটে খুশি উদযাপণ করছো, অতিশীঘ্রই আমার মাঝে বিষন্ন হবে। (৫) হে মানব! তুমি আমার পিটে গুনাহ করছো, অতিশীঘ্রই আমার পেটে আযাবে লিপ্ত হবে।

(আর রউযুল ফায়েক, আল মাজলিসুত তা'সেয়ে ওয়াল আরবাউনা ফি যিকরিল মওত ওয়াত তাফকির ফি'হা, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌র রাসূল, রাসূলে মকবুল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন কবর তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: 'হে মানব! তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি কারণে আমাকে ভুলে ছিলে? তুমি কি একেবারে জানতে না যে, আমি হলাম ফিতনার ঘর, অন্ধকার ঘর, তারপরও তুমি কি কারণে আমার উপর গর্ব করে চলতে?' তবে হ্যাঁ, যদি সেই মৃত ব্যক্তি নেককার হয় তবে একটি অদৃশ্য আওয়াজ কবরকে বলবে: 'হে কবর! যদি সে নেকীর আদেশ দিতো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতো তবে তার সাথে তোমার আচরণ কিরূপ হতো?' কবর বলবে: 'যদি এরূপ হয় তবে আমি তার জন্য বাগানে রূপ নেবো।' সুতরাং সেই ব্যক্তির শরীর নূরে পরিবর্তীত হয়ে যাবে এবং তার রূহ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দিকে উড়ে যাবে।" **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীসে আবীল হাজাজ সুমালী, ৬/৬৭, হাদীস নং-৬৮৩৫)**

রওশন কর কবর বেকসোঁ কি, এ্যয় শময়ে জামালে মুস্তফায়ী।
আন্ধের হে বে তরে মেরা ঘর, এ্যয় শময়ে জামালে মুস্তফায়ী।
চমকা দেয় নসীবে বদ নিসইয়াঁ, এ্যয় শময়ে জামালে মুস্তফায়ী।
আখোঁ মে চমক কে দিল মে আ'জা, এ্যয় শময়ে জামালে মুস্তফায়ী।
মুঝ কো শবে গম ডরা রহি হে, এ্যয় শময়ে জামালে মুস্তফায়ী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের চিন্তার উৎসাহ পেতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণের বরকতে সত্যনিষ্ট আকীদার দৃঢ়তা, জ্ঞানের আলোয় পরিতৃপ্তি এবং নেক আমলের বাস্তবায়নের সৌভাগ্য অর্জন হয়। আমাদেরও উচিৎ, মৃত্যু এবং কবর ও হাশরের প্রস্তুতি এবং নেক আমলের বাস্তবায়নের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া এবং দ্বীনের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য **১২টি মাদানী কাজে** বেশি বেশি অংশগ্রহণ করা।

আপনারা হয়তো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"১২টি মাদানী কাজ"** সম্পর্কে শুনেছেন, হতে পারে মনে এরূপ প্রশ্ন জেগেছে যে, **১২টি মাদানী কাজ** আবার কি? ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণের জন্য এতইবা কেন উৎসাহ দেয়া হয়?

আসলে **১২টি মাদানী কাজ আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনমূলক কাজ, **১২টি মাদানী কাজ** জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সহায়ক ও সাহায্যকারী স্বরূপ, **"১২টি মাদানী কাজ"** নিজের ব্যক্তিগত আচার আচরণকে পরিচ্ছন্ন করার উত্তম পদ্ধতী, **"১২টি মাদানী কাজ"** জামাআত সহকারে নামায আদায়ে সহায়ক, **"১২টি মাদানী কাজ"** কুরআনের তিলাওয়াত করা/ শুনার মহান সৌভাগ্য দানকারী, **"১২টি মাদানী কাজ"** মসজিদের কমে যাওয়া শোভা বর্ধনের উপায়, **"১২টি মাদানী কাজ"** কুরআনের শিক্ষার দৌলত দ্বারা সম্পদশালী করে, **"১২টি মাদানী কাজ"** শুধুমাত্র দুনিয়াবী কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে জীবনের মূল্যবান দিনগুলো অহেতুক অতিবাহিতকারীদের জন্য জাগ্রত হওয়ার বার্তা প্রদানকারী, **"১২টি মাদানী কাজ"** গুনাহের জলাভূমিতে ফেঁসে নেকী থেকে দূরত্ব হওয়া ব্যক্তিদের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষনকারী, **"১২টি মাদানী কাজ"** মসজিদ আবাদ করার উপায়, **"১২টি মাদানী কাজ"** শরীয়াত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার উত্তম সাহায্যকারী, **"১২টি মাদানী কাজ"** নেকীর দাওয়াতের

www.dawateislami.net

মাধ্যমে সাওয়াবের অশেষ ভান্ডার জমা করার একটি পদ্ধতি, **"১২টি মাদানী কাজ"** অনেক দুঃখ দূর্দশাকে প্রশান্তি ও আরামে পরিবর্তন করার উপায়, **"১২টি মাদানী কাজ"** মসজিদ ভরো সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দুনিয়া জুড়ে প্রসার করার উপায়, **"১২টি মাদানী কাজ"** দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের একটি পথ, **"১২টি মাদানী কাজ"** অন্ধকার পথে আলোকজ্জল প্রদীপের ন্যায় আমাদের গন্তব্য কবরের প্রস্তুতির জন্য পথপ্রদর্শনকারী, **"১২টি মাদানী কাজ"** অজ্ঞকে জ্ঞানের দৌলত দ্বারা ধনবান করে দেয়। এই **"১২টি মাদানী কাজ"** এর মধ্যে ৫টি মাদানী কাজ হলো প্রতিদিনের, ৫টি মাদানী কাজ হলো সাপ্তাহিক এবং ২টি মাদানী কাজ হলো মাসিক।

আশা করি, সম্ভবত **"১২টি মাদানী কাজ"** এর এতগুলো ফযীলত শুনে মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যে, এখন তো আমিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের সাথে মিলে মিশে **"১২টি মাদানী কাজে"** আমলীভাবে অংশগ্রহণ করবো, মারহাবা! শত কোটি মারহাবা! মিলেমিশে **"১২টি মাদানী কাজ"** করার মাধ্যমে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার পবিত্র চেতনা পেতে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে যান।

আসুন! এখনি নিজের এই মহান উদ্দেশ্য প্রকাশ করি, আসন! সবাই মিলে শ্লোগান দিই

সকাল ও সন্ধ্যা ☆ ১২টি মাদানী কাজ সকাল ও সন্ধ্যা ☆ ১২টি মাদানী কাজ
সকাল ও সন্ধ্যা ☆ ১২টি মাদানী কাজ

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের **১২টি মাদানী কাজে** স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করার তৌফিক নসীব করুন।

মাদানী ইনআমাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ, নিজের আমলের নিরীক্ষণ করে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং মাদানী মাসের শেষে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কিত শরীয়াত

www.dawateislami.net

ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি **৭২টি মাদানী ইনআমাত** প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। সুতরাং নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী ইনআমের উপর আমল করার মাধ্যমে প্রতি মাসে কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে উসুল করার চেষ্টা করুন। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরাও শুধু নিজেরাই আখিরাতের ভাবনায় নিজের আমলের নিরীক্ষণ করতেন না বরং মানুষদেরকেও এর মন-মানসিকতা প্রদান করতেন। যেমনিভাবে- আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফরুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হে লোকেরা! নিজের আমলের হিসাব করো, এর পূর্বে যে, কিয়ামত এসে যাবে এবং তোমার নিকট এর হিসাব নেয়া হবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৫৬) মাদানী ইনআমাতের প্রতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো যে, এটি আসলে নিজের নিরীক্ষণ করা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু এবং কবরের প্রস্তুতির একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যা আপন করে নেয়ার পর নেককার হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন করা, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, ঈমানের নিরাপত্তা এবং কবর ও হাশরের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ এবং আখিরাতের ভাবনা কিরূপে নসীব হয়, আসুন! এই সম্পর্কিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

ওলীর সাথে সম্পর্কের বরকত

বিলাল নগর (নানকানা জিলা, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী বোনের চিঠির সারমর্ম হচ্ছে: আমাদের ঘরে সর্বমোট ৯ জন সদস্য ছিলো, দাদাজান ছাড়া বাকী সবাই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ ছিলো। যখন আমার দাদাজান নিজের সন্তানদের উপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী রঙে রঙিন হতে দেখলেন তখন নিজেও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট মুরীদ হয়ে গেলেন। মুরীদ হওয়ার বরকতে তার জীবনও একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেলো। দাঁড়ি তো পূর্বে থেকেই ছিলো এখন পাগড়ীও সাজিয়ে নিলেন বরং ওসীয়তও করেছেন যে, আমার মৃত্যুর পরও আমাকে পাগড়ীসহ দাফন করবে। আমীরে আহলে

www.dawateislami.net

সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দয়াময় ভূজবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, তিনি ফরযের পাশাপাশি তাহিয়্যাতুল ওযু, ইশরাক ও চাশত, আউয়াবিন এবং সালাতুত তাওবাও নিয়মিত আদায় করতে লাগলো, তাছাড়া নফল রোযা ও শাজারা শরীফের ওযীফা এবং দরূদ শরীফ পাঠ করাও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আখিরাতের ভাবনা সম্পর্কিত রিসালা **"কিয়ামতের পরীক্ষা" "মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা" "কবরের প্রথম রাত" "বাদশার হাঁড়"** ইত্যাদি খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং কান্নাকাটি করে নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে এই অবস্থায় তিনি খুবই সুন্দভাবে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। রমযানুল মোবারক ১৪২৮ হিজরীর বরকতময় মাস নিজের ভূজবন্ধনে অশেষ রহমত এবং বরকত নিয়ে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছলো। রমযানুল মোবারকের পূর্বে রজব এবং শাবানের রোযাও দাদাজান আমাদের সাথে রাখলো আর এই মোবারক মাসের রোযাও রাখলো। এরই মাঝে তিনি প্রায় আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, যারা রমযান মাসে মৃত্যু বরণ করে তারা কি সোজা জান্নাতে চলে যায়? ২৬ রমযানুল মোবারক আসরের নামায পড়লেন এবং শুয়ে পড়লেন, সেদিন তিনি একেবারে সুস্থ সবল ছিলেন এবং তার কোন ধরনের রোগ ছিলো না। হঠাৎ উঠে বসে গেলেন এবং একেবারেই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেলো, আমরা দৌড়ে তার নিকট গেলাম এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম, তখন তার শরীর একবারে শক্ত ও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে সবাই উচ্চ আওয়াজে কলেমা শরীফ পাঠ করতে লাগলো। **আল্লাহ্র শপথ!** ৫ কি ৬ মিনিট পর তিনি কেঁপে উঠলেন এবং উঠে বসে গেলেন। তার শরীর পূর্বের ন্যায় নরম হয়ে গেলো, আমরা চাপতে শুরু করলে তিনি বললেন: আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, ব্যাথা করছে না, ব্যস! আমার মনে ভয় করছে। বারবার এটিই বলে যাচ্ছিলো যে, আমার মনে ভয় করছে। আমরা বললাম: দাদা! আপনি রোযা ভঙ্গ করে দিন (কেননা আমরা তার অবস্থা দেখেছি) কিন্তু তিনি বলতে লাগলেন: না না আমি রোযা ভাঙ্গবো না। যাক কিছুক্ষণ পর ইফতারের সময়ও হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি রোযা খুললেন, পানি পান করলেন সামান্য ফলও খেলেন এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন, এরই মাঝে তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেলো এবং

www.dawateislami.net

মাগরীবের তিন রাকাআত ফরয শুয়ে শুয়েই আদায় করলেন। আমরা সবাই এই বিষয়ে আশ্চার্য ছিলাম যে, এতই খারাপ অবস্থার পরও তিনি সকলকে চিনছেন এবং তাদের কথাও শুনছেন। এরই মাঝে তার মুখ থেকে কোন অহেতুক অভিযোগ অনুযোগ বের হয়নি বরং উচ্চ আওয়াজে কলেমা শরীফ পড়ছিলেন, তার সাথে পরিবারের সবাই নিয়মিত উচ্চ আওয়াজে কলেমা শরীফ পড়ছিলো। দাদাজান একবার নয় কয়েকবারই উচ্চ আওয়াজে কলেমা শরীফ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه পড়েছেন এবং এভাবেই কলেমা শরীফ পড়তে পড়তে ইশার আযানের কিছুক্ষণ পূর্বে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে সর্বদার জন্য চোখ বন্ধ করে নিলেন। যারাই তার ঈর্ষণীয় মৃত্যুর কথা শুনেন, হায় হায় করে উঠেন, পরের দিন ২৭ রমযানুল মোবারক যোহরের নামাযের পর দাদাজানের কাফন ও দাফন করা হলো, ওসীয়ত অনুযায়ী মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজানো হলো, শাজারা শরীফ, আহাদ নামা, নালাইন পাকের নকশা ইত্যাদি তাবাররুক তার কবরে রাখা হলো। তার দাফনের পরের দিন তার নাতি যে সেই সময় ইতিকাফে ছিলো সে স্বপ্নে দাদাজানকে খুবই ভাল অবস্থায় দেখলো। তাছাড়া আমার বড় বোনও (অর্থাৎ তার নাতনী) কয়েকবার স্বপ্নে সাদা পোশাক পরিহিত, উজ্জল চেহারা ও দাঁড়িসহ দেখলো, পরিবারের অনেক লোকও কয়েকবারই উত্তম অবস্থায় দেখেছেন।

আদা হো শোকর তেরা কিস যবাঁ সে মালিক ও মওলা,
কেহ তু নে হাত মে দামন দিয়া আত্তার কা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য মৃত্যু ও কবরের স্মরণ অনেক প্রয়োজন। কেননা, যখন এই দূর্গম ধাপগুলোর ভয়ানক দৃশ্য সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে থাকবে তখন তা থেকে বাঁচার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমরা নিজের কবরকে একেবারেই ভূলে গেছি, প্রতিদিন মানুষের জানাযা দেখার পরও এটা ভাবি না যে, একদিন আমাদেরও জানাযা বের হয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে এই জানাযা আমাদের জন্য নিশ্চুপ মুবাল্লিগের ভুমিকা রাখে। এতে যাকিছুই অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছিলো, তা কেউ এভাবে সাজিয়েছেন:

www.dawateislami.net

জানাযা আগে বাড় কর কেহ রাহা হে এ্যয় জাহাঁ ওয়ালো!
মেরে পিছে চলে আও তোমারা রেহনুমা মে হোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! আখিরাতের স্মরণ দ্বারা নিজের অন্তরকে সতেজ রাখতে কবরস্থানে যাওয়া খুবই উপকারী। যেমনিভাবে- স্বয়ং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরের যিয়ারতের মাধ্যমে তা থেকে শিক্ষা এবং আখিরাতের ভাবনা অর্জনের উৎসাহ দিতে গিয়ে একবার ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা কবরের যিয়ারত করো। কেননা, এই কবর দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে এবং আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জানায়িয, বাবু মা'জা ফি যিয়ারতিল কুবুর,২/২৫২, হাদীস নং-১৫৭১)

কবরবাসীদের সহচর্য

একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কবরের পাশে বসে ছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: আমি এমন লোকেদের পাশে বসে আছি যারা আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যখন চলে যাই তখন আমার গীবত করে না। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যিকরিল মউত, আল আবুস সাদিস ফি আকাভিলিল আ'রেফিন..., ৫/২৩৭)**

হযরত সায়্যিদুনা রবীই বিন হায়সাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আখিরাতের ভাবনা এবং কবরকে স্মরণ করার অদ্ভূত পদ্ধতি ছিলো যে, তিনি তাঁর ঘরে একটি কবর খনন করে রাখেন। যদি কখনো তাঁর মনে কঠোরতা অনুভব করতেন তখন এর মধ্যে শুয়ে পড়তেন এবং যতক্ষণ **আল্লাহ্ তাআলা** চাইতেন তাতে অবস্থান করতেন। অতঃপর এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করতেন:

رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ

(পারা ১৮, মু'মিনুন, ৯৯ ও ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: 'হে আমার রব! আমাকে পুনর্বার ফেরত পাঠান! হয় তো আমি তখন কিছু পুণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি'।

অতঃপর নিজের নফসের দিকে মনোযোগী হয়ে বলেন: হে রবীই! এবার তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, ব্যস উত্তম আমল করে নাও।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যিকরিল মউত, আল আবুস সাদিস ফি আকাভিলিল আ'রেফিন আলাল জানায়েয..., ৫/২৩৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনীতে হযরত রাবীই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিজেই নিজেকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলতেন যে, "হে রবীই! এবার তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে" এটি শুধুমাত্র নিজের নফসের সংশোধনের জন্যই ছিলো যে, হে রবীই! তুমি এরূপ ভাবো যে, জীবনের বাকী দিনগুলোর আদলে তোমার এই সুযোগ নসীব হচ্ছে, তুমি নেক আমল বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নিজের কবর ও আখিরাতকে সাজিয়ে নাও। নয়তো সত্য এটাই যে, মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া এবং কবরের কোলে শোয়ার পর কোন ব্যক্তিকে নেককাজ করা এবং নিজের কবর ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর সুযোগ দেয়া হয় না। যেমনিভাবে- **আল্লাহ্ তাআলা** ঈমানদারদের উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِیْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِیْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰﴾ وَ لَنْ یُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৮, মুনাফিকুন, ১০ ও ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমার প্রদত্ত (রিজিক) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এর পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, "হে আমার রব! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! এবং কখনো **আল্লাহ্** কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে **আল্লাহ্** জ্ঞাত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, মৃত্যুর পর মানুষের দুনিয়ায় নেক কাজ না করার প্রতি আফসোস হবে এবং নেক কাজের সুযোগ চাওয়ার পরও তাকে সুযোগ দেয়া হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন দুনিয়ার জন্য এবং যত দীর্ঘ সময় কবর ও আখিরাতে থাকবে, ততই কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকবে। তাছাড়া কবর ও আখিরাতের আযাব থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন; আমরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে এক আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জানাযায় গেলাম। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো আকাশের দিকে দেখতেন, আর কখনো জমিনের দিকে, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এভাবে ৩বার দৃষ্টি উঠিয়ে ঝুকালেন অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করলেন: "اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَعُوْذُبِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্**! আমি কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল ঈমান, বাবু মাজিই মালেকুল মউত এন্দা কবযার রূহ..., ১/১৯৯, হাদীস নং-১১৪)

বরাআত দেয় আযাবে কবর সে নারে জাহান্নাম সে,
মাহে শাবান কে সদকে মে কর ফযল ও করম মাওলা।
গুনাহ করতে হুয়ে গর মর গেয়া তু কিয়া করোঙ্গা মে,
বনে গা হায় মেরা কিয়া করম ফরমা করম মাওলা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার পাশাপাশি কবর ও হাশরে **আল্লাহ্ তাআলার** আযাব থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমলও করতে থাকা উচিৎ। আসুন এ সম্পর্কে দু'টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি:

কবরে সাহায্যকারী আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যখন (মু'মিন) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন (আযাবকে আটকানোর জন্য) নামায তার মাথার পাশে, যাকাত ডান পাশে, রোযা বাম পাশে, সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা পায়ে নিকট দিয়ে এসে যাবে। ব্যস আযাব যখন তার মাথার দিকে আসবে তখন নামায বলবে: আমার দিকে দিয়ে কোন জায়গা নেই, যদি আযাব বাম পাশ দিয়ে আসে তবে রোযা বলে: আমার এদিকেও কোন জায়গা নেই, যদি আযাব পায়ের দিক দিয়ে আসে তবে সদকা (এবং অন্যান্য নেক আমাল) বলে: আমার দিক দিয়েও প্রবেশের কোন পথ নেই।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল জানায়িয, বাবুস সবর ওয়াল বাকাআ ওয়ান নিয়াহা, ৩/৩৭৬, হাদীস নং-৬৭৩২)

www.dawateislami.net

এমনিভাবে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় কুরআনে ত্রিশ আয়াত সম্বলিত একটি সূরা রয়েছে, যা নিজের পাঠকারীর জন্য শাফাআত করতে থাকবে, এমনকি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এটি হলো 'সূরা মুলক'।" **(তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলে কুরআন, ৪/৪০৭, হাদীস নং-২৯০০)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল এই ফযীলত পাওয়ার সৌভাগ্য করে থাকে। কেননা, সূরা মুলকের তিলাওয়াত করা প্রতিদিনের মাদানী ইনআমাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারক মাস সন্নিকটে এবং এই মোবারক মাসের বরকতের কথা কি আর বলবো, এই মাসে ইবাদত করা এবং নেকী বৃদ্ধি করার সুযোগ অনেক গুনে বেড়ে যায়। সুতরাং এই মাসে নেকী বৃদ্ধি এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে এবং অধিকহারে ইলমে দ্বীন অর্জন করার একটি উত্তম উপায় হলো পুরো রমযান মাস বা শেষ দশদিনের ইতিকাফ করা এবং ইতিকাফের ফযীলতে অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন যে,

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اِعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করলো, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(জামেয়ে সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৪৮০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে প্রতি বছর আর তা না হলে জীবনে কমপক্ষে একবার তো অবশ্যই পুরো রমযানুল মোবারক মাসের ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা সজাগ থাকতেন এবং বিশেষ করে রমযান মাসে ইবাদতের জন্য ভালভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। যেহেতু রমযান মাসেই শবে কদরকেও গোপন রাখা

www.dawateislami.net

হয়েছে, সুতরাং এই মোবারক রাতকে অন্বেষণ করার জন্য **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ করেছেন। আর এমনিতেই মসজিদে পড়ে থাকাও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং ইতিকাফকারীদের তো কথাই আলাদা যে, তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর করে মসজিদে অবস্থান করে। **ফতোয়ায়ে আলমগিরী**তে রয়েছে: "ইতিকাফের সৌন্দর্য একেবারেই প্রকাশ্য। কেননা, এতে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে লিপ্ত করে দেয় এবং তারা সকল দুনিয়াবী ব্যস্ততা প্রত্যাহার করে নেয়, যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্যময় পথে পড়ে থাকে এবং ইতিকাফকারীরা পুরো সময় আসলে বা আদেশগতভাবে নামাযে অতিবাহিত করে। (কেননা নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও নামাযের ন্যায় সাওয়াব বহন করে) এবং ইতিকাফে উদ্দেশ্য আসলে জামাআত সহকারে নামাযের অপেক্ষা করাই এবং ইতিকাফকারীরা তাদের (ফিরিশতাদের) সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র আদেশের অমান্যথা করে না এবং যাকিছু তারা আদেশ পায় তা সম্পন্ন করে, এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে যারা রাত দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র তাসবীহ (পবিত্রতা) বর্ণনা করতে থাকে আর এর কারণে গর্ববোধ করে না।

(ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইতিকাফের মধ্যে কিরূপ নেকী করার সুযোগ অর্জিত হয়। আমাদেরও প্রতি বছর না হলেও কমপক্ষে জীবনে একবার **মুস্তফা**র এই অনুসরনে পুরো রমযানুল মোবারক মাসের ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ এবং অপরকেও এর উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই বছরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দুনিয়া জুড়ে পুরো রমযান এবং শেষের দশদিন সুন্নাত ইতিকাফের ব্যবস্থা থাকবে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় ইতিকাফ **আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা (করাচী)** তে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে এই বছরও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও ইতিকাফকারী হবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইতিকাফে ওযু, গোসল, নামায, রোযা এবং আরো অনেক শরয়ী মাসআলা মাসায়িল শিখার পাশাপাশি প্রতিদিন দু'টি মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

www.dawateislami.net

থেকে করা প্রশ্নাবলীর চিত্তকর্ষক উত্তর থেকে জ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার অর্জন করা যায়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক সহচর্য অর্জিত হয়, আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত পুরো রমযান মাসের ইতিকাফের প্রস্তুতি আরো দ্রুত করে দিন।

আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ছাড়াও আরো অনেক দেশ ও শহরেও পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ হবে, সকল আশিকানে রমযান নিজ নিজ শহরের যিম্মাদার থেকে এ বিষয়ে জেনে নিয়ে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

রহমতে হক সে দামন তুম আ'কর ভরো মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
সুন্নাতে সিখনে কে লিয়ে আও তুম মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
তুম সুধর জাও গে পাও গে বরকতেঁ মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
ফদলে রব সে হিদায়ত ভি মিল জায়েগী মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
নেকীয়োঁ কা তুমহেঁ খুব জযবা মিলে মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
রব কি রহমত সে জান্নাত মে পাও গে ঘর মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ফান্ডের উৎসাহ

দা'ওয়াতে ইসলামী তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, যার মাদানী বার্তা এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০টি দেশে পৌঁছে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, শুধুমাত্র জামেয়াতুল মদীনা (বালক, বালিকা), মাদরাসাতুল মদীনা (বালক, বালিকা) এবং মাদানী চ্যানেলে বাৎসরীক ব্যয় কোটি কোটি নয়, বরং বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মুহূর্তে দেশ বিদেশে ৪৮১টি জামেয়াতুল মদীনা (বালক, বালিকা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে প্রায় ৩৪৮৭৯ জন ছাত্র ছাত্রী দরসে নিজামী করছে। এমনিভাবে দেশ বিদেশে ২৫৮৫টি মাদরাসাতুল মদীনা (বালক, বালিকা, অনাবাসিক, আবাসিক) প্রতিষ্ঠিত, যাতে প্রায় ১২১৯৭১ জন মাদানী মুন্না এবং মুন্নি 'ফিসবিলিল্লাহ্' হিফয ও নাজেরা শিক্ষা অর্জন করছে। মসজিদ নির্মাণের জন্য

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর **"মজলিশ খুদ্দামুল মাসাজিদ"** ব্যস্ত রয়েছে। এই মজলিশের চেষ্টায় দেশ বিদেশে প্রায় ২০০০টি মসজিদ বানানো হয়েছে, আর বর্তমানে শুধু পাকিস্তানেই প্রায় ৫১০টি মসজিদ নির্মিত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অর্থাৎ বোবা, বধির এবং অন্ধ) ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মাঝেও নেকীর দাওয়াত প্রসার করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে, মাঝে মাঝে বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের মাদানী কাফেলাও এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করে থাকে, বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের জন্য যাকাত, সদকা, মাদানী ফান্ড দেয়ার পাশাপাশি আপনার আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করার ফযীলত জানিয়ে মাদানী ফান্ড জমা করুন।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: সদকা গুনাহের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়।" **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "সদকা মন্দ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।" ইজতিমার শেষে মাদানী ফান্ড জমা করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদাররা অবস্থান করবে, সম্ভব হলে হাতোহাত যতটুকু পারেন, আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই, যদি পরবর্তীতে মাদানী ফান্ড জমা করানোর মন-মানসিকতা থাকে তবে যিম্মাদারদের নিকট নিজের নাম, ফোন নম্বর এবং নিয়্যত লিখিয়ে দিন যেন পরবর্তীতে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৫ই শাবানের রোযার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে, আসুন! শুনুন এবং রোযা রাখার মন-মানসিকতা তৈরী করুন। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! এবার ১৫ই শাবানের রোযা জুমা মোবারকের দিন হবে, আসুন! জুমার দিন এবং বিশেষ করে ১৫ই শাবানুল মুয়ায্যমের রোযার ফযীলত শ্রবণ করুন।

www.dawateislami.net

১৫ মাবানের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন ১৫ই শাবানের রাত আসে তখন এতে কিয়াম করো (অর্থাৎ ইবাদত) এবং দিনে রোযা রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** সূর্যাস্তের পর থেকে দুনিয়ার আসমানে বিশেষ তজল্লী দেন এবং বলেন: আছো কি কেউ, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থণাকারী যে, তাকে ক্ষমা করে দিবো! আছো কি কেউ রিযিক অন্বেষণকারী, তাকে রিযিক দিবো! আছো কি কেউ বিপদগ্রস্থ, তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবো! আছো কি এমন কেউ! আছো কি এমন কেউ! এবং এভাবে ঐ সময় পর্যন্ত ইরশাদ করতে থাকেন, যখন ফযর উদিত হয়ে যায়।" **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৮৮)**

জুমার দিনের রোযার তিনটি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রোযা রাখে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন, যার বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে এবং ভেতরের অংশ বাইরে থেকে।" **(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫২০৪)**

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য (অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারের রোযা পালনকারীর জন্য জান্নাতে) মুক্তা এবং ইয়াকুত ও যবরজদের মহল বানাবেন এবং তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৭৩)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; যে ব্যক্তি এই তিনদিনের রোযা রাখবে অতঃপর জুমার দিন সামান্য বা বেশি পরিমান দান করবে তবে যা গুনাহ করেছে, ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন হয়ে যাবে যেমন সেই দিনের মতো, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলো।

(আল মু'জামুল কবীর, ১২ তম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৩০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা মৃত্যু ও কবরের প্রস্তুতি সম্পর্কে শ্রবণ করেছি যে, মানুষের উচিৎ নিজের জীবনেই নেক আমল করে নিজের কবর ও আখিরাতকে উত্তম বানাতে ব্যস্ত থাকুন এবং নশ্বর দুনিয়ার রং-তামাশায় মনকে না ভাসানো। **আল্লাহ্** না করুন, যদি নেক আমল থেকে বঞ্চিতই থাকে এবং মৃত্যু এসে যায় তবে গুনাহগার মৃতের সাথে কবরে খুবই ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করে, যেমনটি আমরা কাহিনীতে শ্রবণ করলাম যে, গুনাহগার মৃতের কাফন ফেটে কবর তার অস্থি গ্রন্থি ভেঙ্গে খান খান করে দেয় এবং তার শরীর টুকরো টুকরো করে দেয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, গুনাহ থেকে দূরে থাকা। কেননা, গুনাহ অনেক সময় মৃত্যুর সময় ঈমানের মতো নেয়ামতকে ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হয়, **আল্লাহ্** না করুন যে, যদি কোন মানুষ নামাযে অলসতা, মদ্যপান, পিতা-মাতার অবাধ্যতা বা মুসলমানদের শরীয়াতের বিনা প্রয়োজনে কষ্ট দেয়ার মতো মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত হয় তবে এখনি সত্যিকার তাওবা করে নিন। কেননা, এই গুনাহ সমূহকে বিশেষভাবে ওলামায়ে কিরামগণ ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে চুগলখোরী এবং হিংসাও ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হতে পারে। সুতরাং আমাদের এথেকেও এবং অন্যান্য সকল গুনাহ থেকেও বিরত থেকে নেকীর কাজ করার চেষ্টা করা উচিৎ যেন মৃত্যু ও কবরের বিষয়ে সহজতা হয়, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং স্বয়ং আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবরের প্রস্তুতির জন্য নেক আমলের ভান্ডার গড়ার উৎসাহ প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে **তাঁর** প্রিয় বান্দাদের সদকায় মৃত্যু এবং কবর ও হাশরের সকল বিষয়ে দৃঢ়তা নসীব করুন এবং দুনিয়া থেকে ঈমান সালামতভাবে নিয়ে যাওয়া নসীব করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উনকা সুন্নাত কা জু আয়েনা দার হে ,
ব্যস ওহী তো জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১৬৩ মাদানী ফুল**" থেকে চলাফেরার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

❀ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৮৮) ❀ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮) ❀ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে

www.dawateislami.net

রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ❀ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ❀ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭৩) ❀ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা-গুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আয়েঁ সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net